হ'ল যবে ছাত্র-সঙ্ঘে নব উদ্বোধন,
সমর্পিয়া নিজ শক্তি জাগালে জীবন।
তোমার উদ্দেশে করি শ্রদ্ধার অর্পণ,
লহ বন্ধু, লহ এই স্মৃতির তর্পণ।

শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ দাস
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী, কলা বিভাগ।

অনঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতর্পণ।

এই জগৎ ভগবানের একটী বিরাট পুষ্পোদ্যান। তাঁহার এই বিশ্বোদ্যানে নিত্য কত শত ফুল ফুটে শুধু নিজের জন্য নয়, জগতের জন্য। তার মন-মাতানো রূপ সৌন্দর্য্যপিপাসু নর-নারীর নয়নের কাছে চিরদিন সরল হাস্যময় চঞ্চল শিশুর মত ছুটাছুটি ক'রে বেড়াবে ব'লে তার জন্ম; তার অপূর্ব্ব সুগন্ধ দক্ষিণ বাতাসে ভেসে ভেসে ভুবনকে আকুল কর্‌বে ব'লে তার জন্ম;—জগতের সমক্ষে পরমেশ্বরের অসীম শক্তি, সরলতা ও মহত্ত্ব প্রচার কর্‌বার জন্য তার জীবন। কতকগুলি ফুল বহুদিনের আশা, চেষ্টা ও শক্তির বলে বিকশিত হ'য়ে দুনিয়ার সকলকে স্তম্ভিত ও আমোদিত ক'রেদিনের শেষে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। আর কতকগুলি ফুল নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করবার পূর্ব্বে;—ভুবন-ভুলান সুবাস বিকীর্ণ ক'রে জগতকে সম্পদশীল করবার পূর্ব্বে বৃন্ত হ'তে খ'সে পড়ে। এইরূপ একটী জীবন সাহিত্যদেবীর আরতির জন্য নিজের আকুল আকাঙ্ক্ষার আভাস দিয়ে চ'লে গেল।

আজ আমি অনঙ্গর জীবনী সুদক্ষভাবে চিত্রিত ক'রে দেব ব'লে আশা করিনি। অথচ তাহার জীবনী জগতের চক্ষে ধরবার মতও ছিল না; কেন না সে একজন যশস্বী সাহিত্যিক, দেশপূজ্য দেশনায়ক কিংবা বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তি ছিল না। সে ছিল সামান্য ২১ বৎসরের শক্তিমান যুবক। সামান্য ব'লে ঘৃণা কর্‌বেন না। প্রজাপতিও সামান্য, কিন্তু ঐ সামান্যর ভিতরেই পরমেশ্বরের হাতের অসীম কারুকার্য্য।

শিশুকাল হ'তেই আমরা অনঙ্গকে প্রকৃত সাহিত্য-সেবী রূপে দেখি। সাহিত্যের সেবার জন্য জগতের শত বাধার ভ্রুকুটি সে ভ্রূক্ষেপ করেনি। নিজের লেখনীর ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিল তার বিশ্বের প্রতি অগাধ স্নেহ, দেশমাতৃকার প্রতি অসীম ভক্তি ও সমাজের কুসংস্কারের প্রতি ভীষণ শ্লেষ। ভোগ-সুখের পরিবর্ত্তে দেশপ্রেম ও সাহিত্যপ্রেম তাহার কাছে জয়লাভ করেছিল। তাই সে আমাদিগকে মাতৃমন্ত্রে ও সাহিত্য-সেবায় উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত কর্‌বার জন্য সাহিত্য-সমিতি ও ছাত্র-সমিতি গ'ড়ে তুলেছিল। সেই সাহিত্য-সমিতি ও ছাত্র-সমিতি আজ অনঙ্গকে হারিয়ে হতভাগ্য। আর হতভাগ্য সেও, কেন না যে জিনিষকে সে অসীম আশা দিয়ে গড়্‌লে, সেটাকে সে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পার্‌লে না। আর আমরা তার কাছে ঋণী। যে জিনিষ সে আমাদিগকে দিয়ে গেল, তার প্রত্যর্পণ করবার সুযোগ মিল্‌ল না; কিন্তু এখনও আমরা সেই ঋণ হ'তে মুক্ত হ'তে পারি, তার অসীম আশাকে সফল ক'রে।

ভাই অনঙ্গ, সত্যই তুমি প্রাণ দিয়ে পরকে ভালবাসতে শিখেছিলে। তুমি জীবনের শেষ শয্যায় শুয়েও, রোগের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়েও, জীবনের শেষ নিশ্বাস ফেল্‌বার

পূর্ব্বেও আমাদিগকে দেখতে চেয়েছিলে। তুমিই ঠিক বুঝেছিলে "To love fellow-men is the best way to love god" পূত-সলিলা গঙ্গার মত প্রত্যার্পণের আশা না ক'রে, নিজেকে অতর্কিত ও অযাচিত ভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলে পরের কাছে। ধন্য তুমি,"দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,পরকে করিলে ভাই।" (রবীন্দ্রনাথ) আর ধন্য আমরা, তোমার মত যুবকের বন্ধু হ'য়ে; আর ধন্য ও পূজ্য তোমার মাতা তোমার মত পুত্রের প্রসবিনী হ'য়ে।

ভাই অনঙ্গ, যখন ভাবি আর তুমি আমাদিগকে মাতৃসেবায় অনুপ্রাণিত কর্‌বে না,—সাহিত্য-সভায় অসীম উদ্যমে নিজের ক্ষুদ্রমত প্রচার করবে না;—প্রেমের আলিঙ্গনে ভাই ব'লে আর বাঁধবে না;—বাড়ীতে গিয়ে মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়ে মা ব'লে আর ডাকবে না; তখন বড়ই প্রাণে বাজে, দুট একটা দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়ে। কিন্তু জানি একদিকে সংসারে যে মরে, আর একদিকে মানুষের মনে সে নিবিড় ভাবে বেঁচে ওঠে।

তবে যাও ভাই,—মানবীয় পিতা ছেড়ে স্বর্গীয় পিতার কাছে; —সসীম দেশ ছেড়ে অসীমের দিকে;—জানাদের ছেড়ে অজানাদের কাছে। আর এই ভেবে আমরা যেন চিত্ত স্থির রাখতে পারি যে, ভালবাসার কাছে মৃতও জীবিত, অসীমও সমীম, অতীতও বর্ত্তমান।

—বিধু।